প্রচীন বাংলার লক্ষণ

PRACHIN BANGLAR LAKSHAN

Ranjoy Saha
Asstt. Professor
Nawgong Girls' College
Nagaon (Assam)

বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল আনুমানিক দশম হতে মধ্য-চতুর্দশ শতাব্দ (৯০০-১৩৫০খ্রিস্টাব্দ)। আনুমানিক ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের নির্মোক ছেড়ে বাংলা ভাষার আবির্ভাব হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' নামক বইটির প্রথম গ্রন্থ "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়" অংশে সঙ্কলিত চর্যাগীতিগুলি আদি স্তরের অর্থাৎ প্রাচীন বাংলার নিদর্শনরূপে উল্লিখিত হলেও এগুলির ভাষা খাঁটি আদি স্তরের বাংলা নয়। আসলে এটি প্রত্ন বাংলা। এছাড়া পাওয়া গেছে চর্যাগীতিগুলির টীকায় ও অন্যত্র কয়েকটি পদ ও পদের অংশ, বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের 'অমরকোষ-টীকা'য় প্রদত্ত প্রায় সাড়ে চারশো প্রতিশব্দ, বৌদ্ধ কবি ধর্মদাসের 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন' গ্রন্থে উদ্ধৃত দুই-চারটি কবিতা-ছত্র এবং 'সেকশুভোদয়া'য় সঙ্কলিত কয়েকটি গান ও ছড়া। ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালসীমার কোনো নিদর্শনই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বাংলা সাহিত্যের এই দেড়শো বছরের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন।

প্রাচীন অর্থাৎ প্রত্ন ও আদি স্তরের বাংলায় চর্যাগীতির ভাষা অনুসারে এই বিশেষত্বগুলি দেখা যায় —

প্রচীন বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. সম যুগ্ম ব্যঞ্জন একক এবং পূর্ববর্তী হ্রস্বধ্বনি দীর্ঘ হয়েছে। যেমন- ধর্ম > ধম্ম >ধাম, জন্ম > জম্ম > জাম।

২. পদান্তে স্বরধ্বনি বজায় ছিল। যেমন- ভণতি > ভণই, জ্বলিত > জ্বলিঅ ইত্যাদি।

৩. পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে য়-শ্রুতি ছিল, কখনো ব-শ্রুতিরও আগম হয়েছে।

যেমন - য়- শ্রুতি= নিকটে > নিঅড্ডী (= নিয়ড়ি, নাবেন > নাবেঁ (= নাএঁ)।

৪. 'শ' এর স্থানে 'স'-এর ব্যবহার হয়েছে বহুল পরিমাণে। যেমন- শব্দেন > সাদেঁ, শবরী > সবরী ইত্যাদি।

৫. 'য' অনেক সময় 'জ' ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়েছে। যেমন- "জে জে আইলা"।

৬. দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ সাধারণত হ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন- কথন > কহন, মহাসুখ> মহাসুহ ইত্যাদি।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. অপাদানের অর্থে অধিকরণের অর্থ নিহিত থাকায় অপাদানের অর্থে অধিকরণের বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন- "জামে কাম কি কামে জাম" (জন্ম হতে বা জন্ম দ্বারা কর্ম, কি কর্ম হতে বা কর্ম দ্বারা জন্ম)।

২. অপাদানে অপভ্রষ্ট হতে আগত [- হু] বিভক্তি দু একটি পদে পাওয়া যায়। যেমন- রঅণহুঁ (= রত্নাৎ)।

৩. করণের বিশিষ্ট বিভক্তি [- এঁ] সপ্তমীর সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হওয়ার কারণেও [- তেঁ, - তে, - এতেঁ] বিভক্তি

দেখা গেল। যেমন - সাদেঁ (< শব্দেন), মন্তিএঁ (< মন্ত্রি + এন), সুখদুখেতেঁ (সুখদুঃখ + - এ + - ত + - এন)।

৪. সংস্কৃত বহুবচন হতে আগত 'আহ্মে, তুহ্মে' পদ দুটি একবচনেও চলতে শুরু করেছে, যদিও প্রাচীন একবচন 'হউ' তখনো লোপ পায়নি।

৫. [- এর, - অর, - র] বিভক্তির দ্বারা সম্বন্ধপদ নিষ্পন্ন হত। যেমন- "রুখের তেন্তেলি" (গাছের তেঁতুল), "ডোম্বীএর সঙ্গে" (=ডোমনীর সঙ্গে)।

৬. [- ক, - কে, - রে] বিভক্তির দ্বারা গৌণ কর্মের ও সম্প্রদানের পদ সিদ্ধ হত। যেমন- নাশক (= নাশের জন্য), "মতিএ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা" (= মন্ত্রীর দ্বারা রাজাকে রোধ করা হয়েছে), "কেহো কেহো তোহারে বিরুআ বোলই" (= কেহ কেহ তোকে বিরূপ বলে)।

৭. [- ই, - এ, - হি, - ত] - এইগুলি অধিকরণের বিভক্তি। যেমন- নিয়ড্ডী (= নিয়ড়ি < নিকটে), ঘরে (< গৃহকে), হিঅহি (< হৃদয়েভিঃ, হৃদয়ে), সাঙ্কমত (< সংক্রম + অন্তঃ)।

৮. কর্তৃকারক শূন্যবিভক্তির হয়েছে। যেমন- 'চলিল কাহ্ন', 'বলদ বিআএল' ইত্যাদি।

৯. প্রাচীন বাংলায় সমাপিকা এবং অসমাপিকা উভয় ক্রিয়াপদই ছিল। সমাপিকা ক্রিয়ায় অতীতকালে 'ইল', 'ইলা' এবং ভবিষ্যতকালে 'ইব', 'ইবে' প্রত্যয় যুক্ত হত। যেমন- আইল, গেলা, ভইলা, হোইব, জাইবেঁ, করিব ইত্যাদি।

১০. 'ইলে', 'অন্তে' 'ইঅ', 'ই' যোগে অসমাপিকার পদ গঠন করা হত। যেমন - 'সাঙ্কমত চড়িলে' (= সাঁকোতে চড়লে), "চাহন্তে চাহন্তে" (চাইতে চাইতে), "দৃঢ় করি" (= দৃঢ় করে), "আখি বুঝিঅ" (আঁখি বুজে)।

১১. প্রাচীন বাংলায় শব্দ-দ্বিতের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন- 'জে জে আইলা তে তে গেলা', 'উঁচা উঁচা পাবত' ইত্যাদি।

****